সুবোধ ঘোষের
আবিষ্কার
গল্পাবলম্বনে
পরিচালনা অরূপ
গুহঠাকুরতা সঙ্গীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ফিল্ম ক্রাফ্‌ট্‌ এর দ্বিতীয় নিবেদন

সুবোধ ঘোষের 'আবিষ্কার' কাহিনী অবলম্বনে

পঞ্চশর

পরিচালনা : **অরূপ গুহঠাকুরতা**

সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

প্রধান কর্মসচিব : ভানু ঘোষ। সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য। শিল্প-নির্দেশক : বংশী চন্দ্র গুপ্ত। চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চ্যাটার্জি। পরিবেশনায় : ছায়ালোক প্রাঃ লিঃ।

শব্দগ্রহণ অন্তর্দৃশ্য : অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জি। বহির্দৃশ্য : সুজিত সরকার। শব্দপুনর্যোজনা : শ্যাম সুন্দর ঘোষ। দৃশ্যপট অঙ্কনে : কবি দাশগুপ্ত। রূপসজ্জায় : হাসান জামান। প্রচার সচিব : রবি বসু। স্থিরচিত্র : ক্যাপস্‌ ফটোগ্রাফি টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিটিতস্ফুটিত।

: অভিনয়ে :

অনিল চ্যাটার্জি, রুমা গুহঠাকুরতা শুভেন্দু চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, জহর রায়, পিসু মজুমদার, ব্রতীন ঠাকুর, সুমিতা সান্যাল, অনুভা দেবী, কণিকা মজুমদার, আশা দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায়, স্বপ্ন চক্রবর্ত্তী, মাঃ সুমন্ত গুহ, মানস চক্রবর্ত্তী, হারান মজুমদার, কমলাংশু ব্যানার্জি, সতী প্রসাদ বসু, জনাব লাল আলম, সুভাষ সেন, শক্তি মুখার্জি, অমল কান্তি ঘোষ, নেপু কর।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : গিরীশ রঞ্জন, জয়ন্ত বসু, শংকর রক্ষিত। সঙ্গীত পরিচালনায় : অমল মুখার্জি, সমরেশ রায়, নিখিল ব্যানার্জি, বেলা মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনায় : বাসুদেব ব্যানার্জি। চিত্রগ্রহণে : জয় প্রতাপ মিত্র। শিল্প-নির্দেশনায় : সুরথ দাস। আলোক সজ্জাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, তারাপদ মান্না, ভবরঞ্জন দাস। রূপসজ্জায় : ভীম নস্কর সাজসজ্জায় : সরযুলাল। ব্যবস্থাপনায় : দুলাল দাস, মহেন্দ্র বিশ্বাস, পতিরাম মণ্ডল। শব্দগ্রহণে : জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলা নাথ রায়, অনিল তালুকদার, নিতাই জানা, বাবাজী শামাল, এডেল। রসায়নাগারে : মোহন চ্যাটার্জি, তারাপদ চৌধুরী, অবনী রায়। দৃশ্যসজ্জায় : সুবোধ দাস, বরজু মাহন্তি, হরিপদ বণিক, দ্বিজবর।

কাহিনী

রাজপুর পালামৌ অঞ্চলের একটি ছোট শহর (কল্পিত)। এখানে বহুদিনকার প্রবাসী বাঙ্গালী, একটি মণিহারী দোকানের মালিক তিনকড়ি দত্তর পুত্র পরেশ প্রায় একবছর হ'ল কলকাতা থেকে বি, এস, সি, পাশ করে এখানে এসে এখন সাহিত্য সাধনায় মশ্‌গুল্‌। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ—প্রকাশকরা তার সাহিত্য সৃষ্টি ছাপতে নারাজ। তা সত্ত্বেও পরেশ পৈতৃক ব্যাবসা দোকানদারীতে মন দেয় না। এই নিয়ে পিতা পুত্রে প্রায়ই মতান্তর। তিনকড়ির ইচ্ছে পরেশ এভাবে সময় নষ্ট না করে দোকানের ভার নিক। একদিন পিতাপুত্রের এই বচসা চরমে ওঠে —পরেশ ঠিক করে সে দোকানেই বসবে। তার এই সিদ্ধান্তের কথা বন্ধু পলু (স্থানীয় ডাকঘরের কেরানী) জেনে খুব খুশী, পলুর ইচ্ছে—পরেশের যখন B. Sc. পাশ করার পর দুবছর Electrical Engineering পড়া আছে—তখন মণিহারী দোকানের সাথে একটা Electrical Repairingর কাজ সুরু করলে মন্দ কি? এতে ইজ্জতটাও বেশী। পলুর কথাটা পরেশের মনে ধরে।

কয়েক মাসের মধ্যেই পরেশের Electrical Dept.এর কাজ বেশ জমে ওঠে। এইসময় একদিন তার দোকানে এসে হাজির হয় রাজপুরের বিখ্যাত ছেলেধরা মেয়ে বলে খ্যাত অতসী সংগে একটি ভাঙা কলের গান—উদ্দেশ্য যন্ত্রটি মেরামত

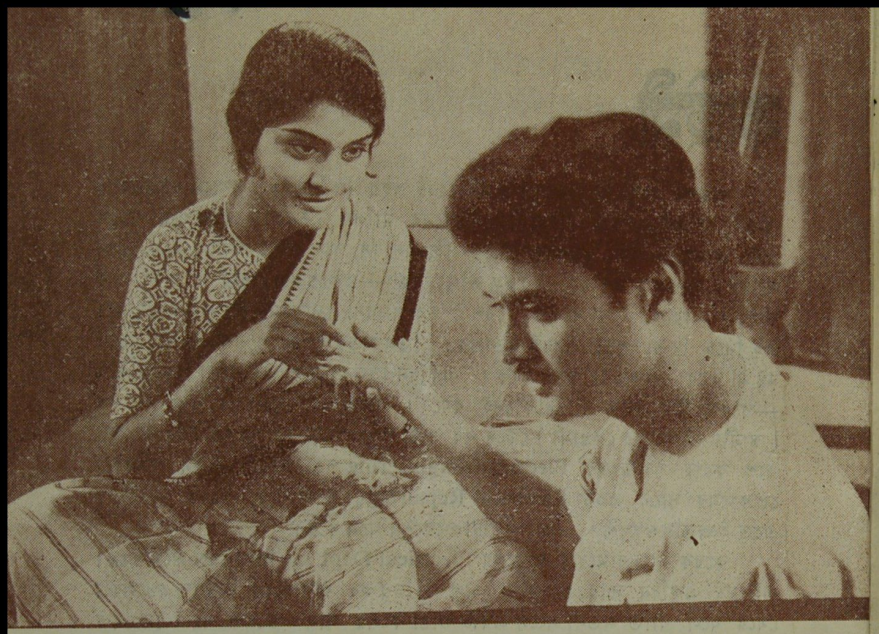

করানো। Gramophone মেরামতের কাজ জানা না থাকলেও পরেশ কথা দেয় সে চেষ্টা করে দেখবে। অতসী খুসী হয়ে চলে যায়।

এর কিছুদিন পর পরেশের সাথে অতসীর আবার দেখা হয় রাতে দোকান থেকে বাড়ী যাবার পথে একটি সিনেমা Houseএর সাম্‌নে। অতসী পরেশকে দেখে চেঁচিয়ে ডাকে, বলে—আমায় আপনার সাইকেলে বাড়ী পৌছে দেবেন, একটাও সাইকেলরিক্সা পাচ্ছি না তাছাড়া পথটাও বড় নির্জন। বলা বাহুল্য পরেশ অতসীর অনুরোধ রাখে। অতসীকে পরেশের বেশ ভালই লাগে। এ ভালো লাগা দিন দিন বেড়ে পুরোপুরি প্রেমে পরিনত হয়। অন্য দিকে অতসীর পরেশকে ভালো লাগ্‌লেও ঠিক প্রেমে পড়ে না।

এইসময় অতসীর কলেজের বন্ধু প্রতিমার দাদা অভিলাষ রাজপুরে এসে হাজির। অভিলাষ সুদর্শণ, মিতালাপী, বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার বিদেশী কোম্পানীতে চাকরী করে। বর্ত্তমানে পাটনাতে Posted. জীবনটা হেসে খেলেই কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে তার। অতসী অভিলাষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ছুটির শেষে অভিলাষ পাটনাতে ফিরে যায়। সেখান থেকে অতসীকে একটি চিঠিও লেখে। অতসী তার জবাবে মনের সব লুকানো কথা ঢেলে দেয়। পলুর চোখে কিছুই এড়ায় না, এবার সে অতসীর চিঠি চুরি করে পরেশকে দেয়। পরেশ বিরক্ত হয়ে—পলুকে চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে বলে। অভিলাষ অতসীর চিঠি পড়ে অবাক হয় অতসীকে নিরস্ত্র হতে লেখে, এচিঠিও পরেশের কাছে এসে পৌছায় পলুর মাধ্যমে। অভিলাষের কঠোর চিঠিটা অতসীকে পাঠাতে তার মন চায় না তার বদলে সে অন্য একটি চিঠি ঐ চিঠির বদলে পাঠিয়ে দেয় পলু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, এইভাবে অতসী ও অভিলাষের মধ্যে পরেশের চিঠির মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি চরমে ওঠে। একদিন অভিলাষের লেখা (নেপথ্যে পরেশের চিঠিগুলো অতসীর দিদি মিনতির চোখে পড়ে, মিনতি ব্যাপারটি বাবা প্রতুল বাবুকে জানায়। প্রতুল বাবু হাতে চাঁদ পান। হঠাৎ একদিন অভিলাষ আবার রাজপুর আসে দাদার কাছে বৈষয়িক কাজে। প্রতুল বাবু এবার অভিলাষকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। অভিলাষ হতবাক্—কিছুক্ষণের মধ্যে দুজনেই বুঝতে পারেন অভিলাষের নামে চিঠি গুলো কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাজ। ভারাক্রান্ত মনে প্রতুল বাবু বাড়ীতে ফিরে এসে অতসীকে বলেন—

—তোর পাটনার চিঠিগুলো দেতো—।

অতসী—কেন বাবা?

প্রতুল—ওগুলো পুলিসে দিয়ে আসি যে লোকটা এরকম একটা কাণ্ড বাঁধালো ওকে ধরা দরকার।

ধরা তাকে পড়তেই হবে—কিন্তু পুলিশ দিয়ে নয়—অতসী নিজেই তাকে খুজে বার করবে।—

সঙ্গীত

(১)

তোমরা যা বল তাই বল, আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা বয়ে যায় বেলা কেমন বিনা কারণে॥
এই পাগল হাওয়া কি গান-গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে॥
সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে।
ওই আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া
এমন ক'রে লাগে আজি আমার নয়নে॥

(২)

একি গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধরে
সকল আকাশ আকুল ক'রে॥
সেই বাণীর পরশ লাগে, নবীন প্রাণের বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে ধরার হৃদয় ওঠে ভরে॥
সে কে বাঁশি বাজিয়েছিল কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল সুদূর আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশির ধ্বনিখানি আজ আষাঢ় দিল আনি,
সেই অগোচরের তরে আমার হৃদয় নিল হ'রে॥

(৩)

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥

ঃ কৃতজ্ঞতাস্বীকার ঃ

শ্রী ও শ্রীমতী রামেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীরঞ্জিত কুমার বিশ্বাস (ডালটনগঞ্জ), শ্রীশিতাংশু রায়, (রাঁচি), শ্রীহৃষীকেশ মুখার্জি, শ্রীবুদ্ধদেব গুহ, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, (আনন্দ-বাজার), শ্রীসমীর সরকার, শ্রীতারাপদ ব্যানার্জি, শ্রীদিলীপ রায় চৌধুরী, পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল (ওয়েষ্ট বেঙ্গল সার্কেল), শ্রীরমেন বসু, বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড, শ্রীসুশান্ত কুমার কর, আলেয়া সিনেমা, শ্রীঅধীর রঞ্জন বসু, মহামায়া মেটাল ওয়ার্কস সেন কোং, পশ্চিম বঙ্গ সরকার শ্রীসন্দীপ রায় ও শ্রীবিজয় দে।

ঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত ঃ

"একি গভীর বাণী" ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, "তোমরা যা বল" ঃ দেবব্রত বিশ্বাস, "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে" ঃ রুমা গুহঠাকুরতা

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩।